Vol. 22 | No. 1 | 1978

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসচিন্তা

Volume	22
Issue	1
Year	1978
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Syed Akram Hossain
Published online	December 1, 1978
DOI	10.62328/sp.v22i1.3
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v22i1.3
Pages	54-64
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসচিন্তা

সৈয়দ আকরম হোসেন

পরমসূক্ষ্ম সামঞ্জস্যচেতনা, চলমানতাবোধ, সর্বাস্তিবাদী ধর্মবিশ্বাস, বিশ্বজাগতিকতা, সমগ্রতা-বোধ, মানবপ্রেম ও নিরাসক্ত জীবনদৃষ্টি রবীন্দ্রপ্রতিভার অন্তর্লক্ষণ। তাঁর নিরাসক্তিচেতনা ও সমগ্রতাবোধ পরস্পরবিরোধী নয়, একে অপরের পরিপূরক। তিনি মানুষকে বিচার করতেন সমগ্র জীবন, দেশ, সমাজ, সময় ও সভ্যতার পরিপ্রেক্ষিতে; তার অস্তিত্বকে শ্রদ্ধা করে। রবীন্দ্রনাথ রূপায়িত করেছেন মানুষের অস্তিত্বের সঙ্কট ও সংঘর্ষ। তিনি কেবল মানুষের রূপকে দেখেননি, তার স্বরূপকে বিশ্লেষণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ কেবল ভাবসাধক ছিলেন না, তিনি ছিলেন রূপসাধক।

উপন্যাসের মধ্যে 'গণজীবনের বৃহত্তর সত্তার ব্যঞ্জনা মূর্তিলাভ করে, আবার কখনো ব্যক্তিজীবনের মুক্তিপ্রত্যাশা, অস্তিত্বকামনা সমাজজীবনের চারদেয়ালে মাথা খুঁড়ে মরে'—এই উভয় সত্য রবীন্দ্রউপন্যাসে বর্তমান। একদিকে 'গোরা' আর এক দিকে 'চোখের বালি'। ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথের মুখ্য উদ্দেশ্য দেশ, সমাজ ও সময়শাসিত চরিত্রসমূহের অন্তস্তল উন্মোচন করা, তাদের স্বাতন্ত্র্য পরীক্ষা করা ও অন্তর্লক্ষণের নির্যাসশক্তি চিহ্নিত করা। এই চরিত্রসৃজনী ক্ষমতার এক প্রান্তে থাকে 'অন্তর্প্রেরণার বহির্দেশের বস্তু অর্থাৎ বস্তুজগতের সমগ্রতা, অপরপ্রান্তে থাকে মানবজগতের বিস্ময় অন্তর্প্রদেশ'—রবীন্দ্রনাথ এই দুইকেই মিলিয়েছেন।

রবীন্দ্রউপন্যাসে 'জীবন' ঔপন্যাসিকের নিগূঢ় উপলব্ধিতে তাৎপর্যময় ও স্বতন্ত্র। রবীন্দ্রউপন্যাসে জীবন মূলতঃ সদর্থক ও চলমান। উপন্যাসঅন্তর্গত চরিত্রের চেতনাময় অন্তর্লক্ষণ বিচার করলে রবীন্দ্রনাথের জীবনবোধের কয়েকটি মৌল বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়। যেমন: ১. মানবজীবনের আন্তরবৈশিষ্ট্য হলো আকাঙ্ক্ষা, আশঙ্কা, চিন্তা, অনুভূতি, আত্মসজাগতা ও অপরাপর মানুষ ও পরিস্থিতি সম্পর্কে অস্থির সচেতনতা; ২. মানুষের স্বতন্ত্রসত্তা ও তার নৈঃসঙ্গ্যবোধ ঐকান্তিক। মানুষের আত্মসত্তার বিকাশের পথ রূঢ়, কঠোর, প্রতিবন্ধকময়—সে বিকাশ পথে নৈঃসঙ্গ্য, একাকিত্ব তার অন্তর্শক্তি; ৩. মানুষের স্বতন্ত্র-সত্তা হলো মানবজাতির সকর্মক উত্তরাধিকারী। ফলে ব্যক্তিসত্তা চেতনাময়তায়—অতীত ও বর্তমানে দ্বিখণ্ডিত। সুতরাং বর্তমান সচেতন 'আমি'র সঙ্গে অতীতসত্তার ক্রমাগত দ্বন্দ্ব ও সমন্বয় অনিবার্য। মানবজীবন তার ব্যক্তিসত্তা, সমকালীন বহির্জগৎ ও অতীতসত্তার পরস্পর সংঘাত-সমন্বয়ে প্রাগ্রসর। এ কারণেই রবীন্দ্রঅভিজ্ঞতায় জীবন হলো ব্যক্তিসত্তা ও তার নৈঃসঙ্গ্যবোধ, দ্বন্দ্ব ও বহমানতা, লোক ও লোকোত্তরের পরমার্থিক সমীকরণ।

রবীন্দ্রনাথের চরিত্রসৃজনের মূল বৈশিষ্ট্য হলো—তিনি সমাজ, পরিবার ও ব্যক্তিত্বের পটে ব্যক্তিত্ব সংস্থাপন করে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে তার বিকাশ সাধন করেন। সর্বোপরি তীক্ষ্ণমুখ দ্বন্দ্ব ও যন্ত্রণার পরিমণ্ডলে কার্যকর থাকে রবীন্দ্রচেতনার নিরাসক্তি। তিনি রূপায়ণ করেন প্রতিটি চরিত্রের স্বরূপ। রবীন্দ্রউপন্যাসের প্রথম পর্যায়ের চরিত্র ঘটনাশাসিত

ও প্রকৃতি-পরিবেশ সমাচ্ছন্ন। পরবর্তী পর্যায়ে চরিত্র ও ঘটনা পরস্পর নির্ভরতায় অগ্র-সারিত; প্রকৃতি ও প্রকৃতির একান্তবর্তী মানবচরিত্র দৃঢ়রেখায় স্বতন্ত্র, তবে তারা পরস্পর অনুপ্রবিষ্ট। এর শিল্পশীর্ষবিন্দুতে অবস্থান করছে 'গোরা'। 'চতুরঙ্গ' থেকে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে শুধুই চরিত্র, যারা অস্তিত্বের সঙ্কটে বিপর্যস্ত, অন্তর্জগতের দুঃসহ অন্ধকারে নৈঃসঙ্গ্যের মুখোমুখী। তারা পরিবর্তনের অশেষ পথে চলমান। রবীন্দ্রউপন্যাসে ঘটনা এখন থেকে চরিত্রের অনুগত, চরিত্রের প্রেক্ষণবিন্দু ও উপলব্ধিতে ঘটনা অর্থময়। সুতরাং অনিবার্যভাবে আঙ্গিকে ও পরিচর্যারীতিতে এসেছে পরিবর্তন। প্রকৃতি, ভূদৃশ্য ও পারিপার্শ্বিকতা চরিত্রের চেতনার রঙে হয়ে উঠেছে বর্ণবহুল; আকৃতি, রেখা ও রং দ্রবীভূত হয়ে মনস্তাত্ত্বিক বাস্তবতায় হয়েছে পুনর্জাত।

শেষ পর্যায়ের উপন্যাসে ঘটনা ও প্রকৃতি মূলতঃ সংলাপনির্ভর। এ পর্যায়ে চরিত্রের মনস্তত্ত্বনির্ণয়ে ও অস্তিত্বের কেন্দ্রীয় রহস্যময়তা উন্মোচনে রবীন্দ্রনাথ তাদের মর্মকোষ উৎসারিত উচ্চারণকেই পরম বলে গ্রহণ করেছেন। ঘটনা ও চরিত্রের কার্যকারণ ভিত্তিক বিকাশ এখন অন্তর্হিত; পরিবর্তে চরিত্রচিত্রণ ও ঘটনাবর্ণন হয়েছে ইঙ্গিতধর্মী, সংকেতময়। সংলাপনির্ভর প্রকৃতিলোক, ভূদৃশ্য ও ভৌগোলিক সংস্থান চরিত্রের অন্তর্জগতে দগ্ধ ও বিগলিত হয়ে স্থানকাল বিচ্ছিন্ন চেতনাময় পরমার্থে হয়েছে উদ্ভাসিত; অন্তর্গূঢ়-ভাবে 'চতুরঙ্গ' থেকেই এর শুরু।

প্রচলিত অর্থে রবীন্দ্রনাথ 'চতুরঙ্গ' ও 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে চলিতরীতির গদ্য-শৈলীর শক্তিসাধনা করেন, যার পরম সিদ্ধি 'শেষের কবিতা'য়। কিন্তু উপন্যাসের ভাষা কেবল বৈয়াকরণশ্রদ্ধেয় ভাষা নয়। রবীন্দ্রউপন্যাসের ভাষা মূলতঃ অভিজ্ঞতার ভাষা; সে ভাষা প্রতীকী, ইঙ্গিতধর্মী, চিত্রকল্পময় এবং মেধা ও আবেগ স্পন্দিত রূপবর্ণময়। এ কথা আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস মূলতঃ তাঁর চেতনালোকের শিল্পিত উচ্চারণ, তাঁর জীবনার্থের রূপান্বিত রূপক।

তবে বিশেষভাবে লক্ষণীয় রবীন্দ্রনাথ তাঁর সুদীর্ঘ সাহিত্যিক জীবনে বিবিধ তত্ত্বমূলক রচনায় নিজেকে নিয়োজিত রাখলেও উপন্যাসনির্মিতি বিষয়ক কোন প্রবন্ধ তিনি লেখেননি। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্ব সম্পর্কিত রচনাবলী, চিঠিপত্র, উপন্যাস সমালোচনা ও স্বকীয় উপন্যাসের তাগিদে লিখিত সূচনা কিংবা ভূমিকা অথবা তাঁর নিজের উপন্যাস সম্পর্কে সমালোচনার জবাবে লিখিত বক্তব্য-সূত্রে তাঁর যে সব মতামত বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে, সে সব উপকরণ থেকে আমরা রবীন্দ্রনাথের ঔপন্যাসিক শিল্পদৃষ্টি সম্পর্কে ধারণা করতে পারি।

২

প্রকৃতপক্ষে 'রাজর্ষি' উপন্যাস 'বালক' (১২৯২ এর আষাঢ় থেকে ফাল্গুন) পত্রিকায় প্রকাশিত হবার পর শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে লিখিত (৭ই মে ১৮৮৬) চিঠিতে 'ফুলজানি' প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ঔপন্যাসিক শিল্পদৃষ্টির প্রাথমিক তথ্য পাওয়া যায়। জীবনবহির্গামী কোন তত্ত্ব নয়, কিংবা ইতিহাসআশ্রিত কোন চরিত্র বা ঘটনা নয়, বাঙালীর নিয়ত সংগ্রামশীল প্রাত্যহিক জীবনের সুখদুঃখের বহমান ইতিহাসই উপন্যাসের বিষয় হিসেবে, এ সময় রবীন্দ্রনাথের অন্বিষ্ট:

ক.　১৮৮৬: [ফুলজানি] ভালো লাগবার একটা কারণ এই দেখছি, আপনি আপনার কেতাবের মধ্যে আমাদের চিরপরিচিত বাংলাদেশের একটি

সজীব মূর্তি জাগ্রত করে তুলেছেন, বাংলার আর কোনো লেখক এতে কৃতকার্য হননি।[১]

খ. ১৮৮৮ : আপনার লেখা [ফুলজানি] আমার ভারি ভালোলাগে। ···আপনি কোনোরকম ঐতিহাসিক বা ঔপদেশিক বিড়ম্বনায় যাবেন না—সরল মানবহৃদয়ের মধ্যে যে গভীরতা আছে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখ-দুঃখপূর্ণ মানবের দৈনন্দিন জীবনের যে চিরানন্দময় ইতিহাস তাই আপনি দেখাবেন... আমাদের এই চিরপীড়িত, ধৈর্যশীল, স্বজনবৎসল, বাস্তভিটাবলম্বী, প্রচণ্ডকর্মশীল-পৃথিবীর-এক-নিভৃত-প্রান্তবাসী শান্ত বাঙালির কাহিনী কেউ ভালো করে বলে নি।[২]

এ পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস দৃঢ়নির্দিষ্ট ছিল (১৮৯২) : 'নিজের সুখদুঃখের দ্বারাই হোক আর অন্যের সুখদুঃখের দ্বারাই হোক, মানুষকে প্রকাশ করতে হবে ; আর সমস্ত উপলক্ষ্য। ··· সৌন্দর্য প্রকাশও সাহিত্যের উদ্দেশ্য নয়, উপলক্ষ্য মাত্র।'[৩] কিন্তু রবীন্দ্রনাথ উপন্যাস তথা সাহিত্যের বিষয় হিসেবে যে মানবজীবন ও মানবহৃদয়ের কথা বলেন, সে মানুষ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধের ইউরোপের জনপ্রিয় 'সোসাইটি-নভেল'-এর প্রাত্যহিক সমাজ-প্রতিরূপ মানুষ নয়,[৪] কিংবা নয় জোলার আদিমবৃত্তিতাড়িত সামাজিক যথাযথ মানুষ।[৫] জীবনের চলমানতায় ও সমগ্রতাবোধে স্থিতধী রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসে চলমান মানুষের সমগ্র জীবনসত্য ও হৃদয়সত্যের অখণ্ডতার সন্ধানী :

ক. ১৮৮৮ : আপনার 'ফুলজানি' আমি পূর্বেই ভারতীতে পড়েছি এবং পড়েই আপনাকে একটা চিঠি লিখব মনে করেছিলুম। ···শীতল ছায়া, আম-কাঁঠালের বন, পুকুরের পাড়, কোকিলের ডাক, শান্তিময় প্রভাত এবং সন্ধ্যা, এরই মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে, তরল কলধ্বনি তুলে বিরহমিলন হাসিকান্না নিয়ে যে মানবজীবন স্রোত অবিশ্রান্ত প্রবাহিত হচ্ছে···মানব হৃদয়ের যে-সকল আকাঙ্ক্ষা-ধ্বনি মিশ্রিত হয়ে অবিশ্রাম আকাশের দিকে উঠেছে, আপনার লেখার মধ্যে সেই ছবি এবং সেই গান শোনাবেন।[৬]

খ. ১৮৯২ : সোসাইটি নভেলে বর্ণিত প্রাত্যহিক সংসারের যথাযথ বর্ণনা অপেক্ষা শেক্সপীয়রে বর্ণিত প্রতিদিন দুর্লভ প্রবল হৃদয়াবেগের বর্ণনাকে বেশী সত্য মনে করি। সাহিত্যের আদিম সত্য হচ্ছে প্রকাশ মাত্র, কিন্তু তার পরিণাম-সত্য হচ্ছে ইন্দ্রিয়, মন এবং আত্মার সমষ্টিগত মানুষকে প্রকাশ। ···সমগ্র মানবকে প্রকাশের চেষ্টাই সাহিত্যের প্রাণ।[৭]

---

১ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পত্র ৪,' ছিন্নপত্র', (পুনর্মুদ্রণ ; কলিকাতা : বিশ্বভারতী ১৩৬৭), পৃ ১৩

২ পত্র ৫, 'ছিন্নপত্র', পৃ ১৫-১৬

৩ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মানবপ্রকাশ, 'সাহিত্য', (পুনর্মুদ্রণ ; কলিকাতা : বিশ্বভারতী ১৯৬৯), পৃ ২২৬

৪ সোসাইটি নভেলের প্রাত্যহিক কথাবার্তা এবং খুচরো হাসি কান্না ··· আমাদের প্রতিদিনের জীবনের অবিকল অনুরূপ চিত্র। কিন্তু আমরা জানি আজকের সোসাইটি নভেল কাল মিথ্যা হয়ে যাবে। সাহিত্যের প্রাণ, 'সাহিত্য', পৃ ২১৫

৫ জোলা অশ্লীল, কেন না তা কেবল আংশিক অনাবরণ, ··· মানবপ্রকাশ, 'সাহিত্য', পৃ ২২৪

৬ পত্র ৫, 'ছিন্নপত্র', পৃ ১৫-১৬

৭ সাহিত্যের প্রাণ, 'সাহিত্য', পৃ ২১৬-১৭

গ. ১৮৯২ : সমগ্রতাই যদি সাহিত্যের প্রাণ না হত তা হলে জোলার নভেলে কোন দোষ দেখতুম না। ...অতএব আমার বক্তব্য এই যে, সাহিত্য মোট মানুষের কথা।[৮]

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে রোম্যান্সধর্মী সাহিত্যের প্রতিক্রিয়ায় ইউরোপে সমাজচিত্র-সম্বলিত যে উপন্যাসের উদ্ভব হয়—তার শিল্পমূল্য অনেকাংশেই সীমাবদ্ধ। ঐ সব 'সোসাইটি নভেল'-কে 'সমাজের সাময়িক অনুরূপচিত্র' বলে রবীন্দ্রনাথ যখন বাতিল করেন, তার কারণ অনুমান করা সহজ। কিন্তু যখন 'অশ্লীল' বলে ঢালাও মন্তব্য করে তিনি এমিল জোলাকে[৯] অস্বীকার করেন, তখন প্রশ্ন থেকে যায়। বস্তুতপক্ষে উপন্যাস তথা সাহিত্যের বাস্তবতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের স্বতন্ত্র চেতনা ছিল, যা এমিল জোলা অনুসৃত যথাস্থিতবাদী (Naturalistic) বাস্তবতাকে স্বীকার করে না।[১০] রবীন্দ্রমননে বাস্তবতা বহির্জাগতিক বস্তুরূপের যথার্থতা নয়, তা রবীন্দ্রনাথের বিশেষ মন থেকে বিশেষভাবে দেখা বস্তুজগৎ। অন্তঃপ্রকৃতি, বহির্জ্ঞান, আজন্ম-সংস্কার, আবেগ ও প্রকাশ-আকাঙ্ক্ষা জীবনের অস্তিত্ব-মূলদেশে মিলিত হয়ে যে সমগ্রতাবোধসম্পন্ন সংবেদনশীল সতর্ক মনোভাব গড়ে তোলে, রবীন্দ্রজীবনদৃষ্টিতে সেই মনোভাবগ্রাহ্য অখণ্ড বস্তুরূপই উপন্যাস তথা সাহিত্যের বাস্তবতা।

১৮৯২ : লেখাপড়া দেখাশোনা কথাবার্তা ভাবাচিন্তা সবশুদ্ধ জড়িয়ে আমরা প্রত্যেকেই আমাদের সমগ্র জীবন দিয়ে নিজের সম্বন্ধে, পরের সম্বন্ধে, জগতের সম্বন্ধে একটা মোট সত্য পাই। সেইটেই আমাদের জীবনের মূল সুর। ...মানুষের জীবনকেন্দ্রগত এই মূলসত্য সাহিত্যের মধ্যে আপনাকে নানা আকারে প্রতিষ্ঠিত করে, এইজন্যে একেই সাহিত্যের সত্য বলা যেতে পারে, জ্যামিতির সত্য কখনো সাহিত্যের সত্য হতে পারে না।[১১]

রবীন্দ্রদর্শনে আংশিক মানুষ ও খণ্ডিত বস্তুরূপ হল তথ্য মাত্র; চলমান সমগ্র মানব ও অখণ্ড বস্তুসত্তাই সত্য। রবীন্দ্র-মননে ও সৃষ্টিক্ষমপ্রজ্ঞায় বাস্তবতা বস্তুজগতের যথাস্থিত রূপ নয়। বস্তুতঃ, সমগ্রতাবোধাশ্রয়ী ঐকান্তিক চেতনার বস্তুজাগতিক নবউদ্ভাবন ও নবউপলব্ধি-ই রবীন্দ্রউপন্যাস তথা রবীন্দ্রসাহিত্যের বাস্তবতা।

রবীন্দ্রনাথ এ সময় (১৮৮৬-১৮৯২) বিশ্বাস করতেন আমাদের উপন্যাসে বাংলাদেশের অনুচ্ছ্বসিত অনাড়ম্বর ঘটনাস্রোত-অন্তর্দেশী সাধারণ আবেগাশ্রয়ী সুখদুঃখসম্পন্ন সরল বাঙালী চরিত্র অঙ্কিত হওয়া উচিত। উপন্যাসবিধৃত চরিত্রাবলীর অন্তর্জাগতিক জটিলতার উন্মোচন, বিশ্লেষণ কিংবা ব্যাখ্যা রবীন্দ্রনাথের অনভিপ্রেত; বরং সহজ মনোময় ভাবমুখ্য চরিত্রবিবরণ এ পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথের কাম্য। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এ প্রসঙ্গে শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে আবেদন করেন (১৮৮৮) 'কোনো রকম জটিলতা বা চরিত্র বিশ্লেষণ

---

৮ মানবপ্রকাশ, 'সাহিত্য', পৃ ২২৫-২২৬

৯ ZOLA, Emile (1820-1902) the principal figure in the Freneh school of naturalistic fiction ... In this series of twenty novels he displays a panorama of 19th-cent. French life ... *The Oxford Companion to English Literature*, Edited by Sir Paul Havery, (Fourth edition ; London : Oxford University Press, 1967), P. 909

১০ The concept of realism in art is unfortunately, elastic and vague, Ernest Ficher, *The Necessity of Art*, (Reprinted ; London : Penguin Books 1970), P, 105

১১ সাহিত্য (পত্রোত্তর), 'সাহিত্য', পৃ ২০৪-২০৫

বা দুর্দান্ত অসাধারণ হৃদয়াবেগ এনে স্বচ্ছ মধুর শান্তিময় ঘটনাস্রোতকে ঘোলা করে তুলবেন না। আমার বিশ্বাস, আপনি যদি অধিক ফলাও কাণ্ড না করেন, তাহলে বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস-লেখকের সঙ্গে সমান আসন পেতে পারবেন।'[১২] রবীন্দ্রনাথ টলস্টয়ের 'অ্যানা কারেনিনা'কে এ সময় 'Sickly' ও অপাঠ্য বলে উল্লেখ করে মন্তব্য করেন :

> ১৮৮৯ : আমি চাই বেশ সরল মধুর উদার লেখা—কূটকচালে অদ্ভুত গোলমেলে কাণ্ড আমার বেশিক্ষণ পোষায় না।[১৩]

স্পষ্টতঃই বোঝা যায়, উপন্যাসের ঘটনা হোক অথবা চরিত্র কিংবা গঠনকৌশল-ই হোক —কোথাও জটিলতা, বিস্তৃতি, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ রবীন্দ্রনাথের বাঞ্ছিত নয়, বরং সারল্য, সংক্ষিপ্তি, প্রাঞ্জলতা ও মাধুর্যই তাঁর অভিপ্রেত। (১৮৯২) : 'জর্জ এলিয়েটের নভেল যদিও আমার খুব ভালোলাগে তবু এটা আমার বারবার মনে হয়, জিনিসগুলো বড়ো বেশি বড়ো—এত লোক, এত ঘটনা এত কথার হিজিবিজি না থাকলে বইগুলো আরো ভালো হত।'[১৪] সাহিত্যশরীর সম্পর্কে এ সময় রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস ছিল—(১৮৯৪) : 'কলা বিদ্যায় সরলতা উচ্চ অঙ্গের মানসিক উন্নতির সহচর। . . আতিশয্যের দ্বারা দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টাই বর্বরতা।'[১৫] এ সময়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উপন্যাসের নির্দিষ্ট আকার নির্দেশ করতেও নির্বিচারী। (১৮৯২) : 'আমার তো মনে হয় বঙ্কিমবাবুর নভেলগুলি ঠিক নভেল যত বড়ো হওয়া উচিত তার আদর্শ। ভাগ্যে তিনি ইংরাজি নভেলিস্টের অনুকরণে বাংলায় বৃহদায়তনের দস্তুর বেঁধে দেননি, তাহলে বড়ো অসহ্য হয়ে উঠত।'[১৬]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দে 'সাধনা' পত্রিকায় বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ', শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের 'ফুলজানি' ও শিবনাথ শাস্ত্রীর 'যুগান্তর' উপন্যাস তিনটির[১৭] সমালোচনা প্রকাশ করেন। এ সময়েই 'পঞ্চভূতের' (১৮৯৩-১৮৯৬) রচনাগুলি লিখিত হয়। লক্ষণীয়, পূর্বালোচিত রবীন্দ্রনাথের ঔপন্যাসিক শিল্পদৃষ্টি এ পর্যায়ে ক্রমশঃ গভীরতর হচ্ছে এবং তা ক্রমাগত হচ্ছে পরিশোধিত। উপন্যাসের অন্যতম উপাদান চরিত্র সম্পর্কে রবীন্দ্রদৃষ্টি মানুষের জটিলতম অন্তর্মূলে প্রসারিত :

> ১৮৯৩ : মানুষের অন্তঃকরণের দুই অংশ আছে। একটা অচেতন বৃহৎ গুপ্ত এবং নিশ্চেষ্ট, আর একটা সচেতন সক্রিয় চঞ্চল পরিবর্তনশীল।... আমাদের চেতনা প্রতিদিন যাহা কিছু আনিতেছে ফেলিতেছে, সেই সমস্ত ক্রমে স্মৃতি অভ্যাসআকারে একটি বৃহৎ গোপন আধারে অচেতনভাবে সঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে। তাহাই আমাদের জীবনের ও চরিত্রের স্থায়ী ভিত্তি।[১৮]

---

১২ পত্র ৫, 'ছিন্নপত্র', পৃ ১৬

১৩ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পত্র ৪, 'ছিন্নপত্রাবলী', (পুনর্মুদ্রণ ; কলিকাতা : বিশ্বভারতী ১৯৬৩), পৃ ১৯

১৪ আলোচনা (পত্র), 'সাহিত্য', পৃ ১৯৭

১৫ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রাঞ্জলতা, 'পঞ্চভূত', (পুনর্মুদ্রণ ; কলিকাতা : বিশ্বভারতী ১৩৫৫) পৃ ১০৮-০৯

১৬ আলোচনা (পত্র), 'সাহিত্য', পৃ ১৯৭

১৭ রাজসিংহ (সাধনা : ১৩০০ চৈত্র), ফুলজানি (সাধনা : ১৩০১ অগ্রহায়ণ), যুগান্তর (সাধনা : ১৩০১ চৈত্র)।

১৮ অখণ্ডতা, 'পঞ্চভূত', পৃ ৭৬

উপন্যাসের ঘটনাবিন্যাস ও চরিত্রাঙ্কনে কার্যকারণতত্ত্ব ও সামঞ্জস্যজ্ঞানের অনিবার্যতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ সজাগ ও সতর্ক হয়ে উঠেছেন। মানবচরিত্র ও মনোভাবের নিগূঢ় অংশ যে বহির্জাগতিক সংঘাতে জাগ্রত হয়ে ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হয়, দৃশ্যমান হয়—এ মনস্তাত্ত্বিক ধারণা রবীন্দ্রচিন্তায় ক্রমশঃ স্পষ্ট রূপ লাভ করছে। যদিও রবীন্দ্রনাথ, উপন্যাসে ঘটনার আতিশয্য, ভার ও প্রাবল্যকে অস্বীকার করেছেন,[১৯] তবুও, এ পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ কলা-বিদ্যায় চরিত্র ও ঘটনা, বহির্জগৎ ও অন্তর্জগতের শিল্পিত সামঞ্জস্যের অব্যর্থতা সম্পর্কে সচেতন। (১৮৯৪) : 'বহির্জগৎটাকে উত্তরোত্তর বিলুপ্ত করিয়া দিয়া মনোজগৎকেই সর্বপ্রাধান্য দিতে গেলে যে ডালে বসিয়া আছি সেই ডালকেই কুঠারাঘাত করিতে হয়।'[২০]

রবীন্দ্রনাথের মতে উপন্যাসের অন্তর্গত কোন চরিত্রের মনোভাব, আচার-আচরণ, ক্রিয়াকর্ম ও অগ্রসরমানতা প্রভৃতি উক্ত চরিত্রের অন্তর্জাগতিক প্রবণতাবোধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত।[২১] অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসে চরিত্র নির্মাণ ও বিকাশে মনস্তাত্ত্বিক কার্যকারণশৃঙ্খলার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। বস্তুতঃ, কার্যকারণতত্ত্ব কেবল মাত্র চরিত্র সৃজনে-ই তাৎপর্যপূর্ণ নয়, প্লটগঠনেও অনিবার্য। রবীন্দ্র-উপন্যাসচিন্তা এ সত্য অনুমোদন করে যে, কোন উপন্যাসের প্রাথমিক ঘটনা, অন্তবর্তী ঘটনাস্রোত ও পরিণামী ঘটনার পারম্পর্য ও কার্যকারণশৃঙ্খলা রক্ষা করা ঔপন্যাসিকের আবশ্যিক শর্ত।[২২] ঔপন্যাসিকের শিল্পবোধের অন্তর্দ্বন্দ্ব উপন্যাস নির্মিতির বড় অন্তরায়; উপন্যাসশিল্প এ প্রশ্নে ঔপন্যাসিকের সজাগতা দাবি করে। প্রতিভার অহেতুক আত্মবিরোধ কিভাবে উপন্যাসের চরিত্র-ঐক্য, ঘটনা-ঐক্য ও গঠন-ঐক্য বিঘ্নিত করে, রবীন্দ্রনাথ 'ফুলজানি' উপন্যাস সমালোচনা[২৩] প্রসঙ্গে তা বিশ্লেষণ করেছেন।

এ পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন, ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যে উচ্চকিত স্পষ্ট-অঙ্কিত সজীব চলমান চরিত্র-ই উপন্যাসের ভাল চরিত্র। তত্ত্বভারাক্রান্ত নির্জীব নীতিবান চরিত্র নীতিশাস্ত্রে শ্রদ্ধাভাজন হতে পারে কিন্তু উপন্যাসে দূষণীয়। শিবনাথ শাস্ত্রীর 'যুগান্তর' উপন্যাসের চরিত্রচিত্রণ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অভিযোগ স্মরণীয় :

> ১৮৯৫ : [যুগান্তর উপন্যাসে] বিচিত্র মতামত এবং তর্ক বিতর্কগুলো একেবারে গোটা আসিয়া পড়ে, তাহা রক্তমাংসের মানবাকারে পরিণত হইয়া উঠে না। তাঁহার পঞ্চু ব্রজরাজ সুরেন্দ্র গুপ্ত মথুরেশ এমন-কি নবীনও খুব ভাল ছেলে বটে, কিন্তু সজীব নহে। তাঁহারা বীজগণিতের ক খ গ অক্ষরের ন্যায় কেবল কতকগুলি চিহ্ন মাত্র।[২৪]

---

১৯ রাজসিংহ ও ফুলজানি, 'আধুনিক সাহিত্য', (পুনর্মুদ্রণ; কলিকাতা : বিশ্বভারতী ১৯৬৬), পৃ ৯৫-১০৪, ১০৫-১১৩

২০ সৌন্দর্য সম্বন্ধে সন্তোষ, 'পঞ্চভূত', পৃ ১৩৪

২১ রাজসিংহ, 'আধুনিক সাহিত্য', পৃ ৯৪

২২ ফুলজানি, 'আধুনিক সাহিত্য', পৃ ১০৯-১১০

২৩ প্রতিভার মধ্যে অনর্থক একটা আত্মবিরোধ...তাহার প্রথম রচিত উপন্যাস শক্তিকানন-এর মাঝখানে দাবানল জ্বালাইয়া ছারখার করিয়া দিয়াছে, এবং দ্বিতীয় গ্রন্থ ফুলজানি রও একটি প্রান্তভাগে তাহার একটি শিখা আপন প্রলয়রসনা বিস্তার করিয়াছে..., ফুলজানি, 'আধুনিক সাহিত্য', পৃ ১০৫ 'স্মরণীয়, এসময়ে রবীন্দ্রনাথ হাঙ্গেরীয় ঔপন্যাসিক মৌরস য়োকাই-এর 'আইজ লাইক দ্য সী' এবং পোলীয় ঔপন্যাসিক ক্রাস্‌জিউস্কির 'দ্য জু' উপন্যাসের জাতীয় সজাগতা, অনেকান্ত বাস্তবতা ও চরিত্রের রূপময় বহুমাত্রিকায় অন্দোলিত ও ভাবিত হন।' দ্রষ্টব্য : সাহিত্যের গৌরব, 'সাহিত্য', পৃ ২৪৮-৫০

২৪ যুগান্তর, 'আধুনিক সাহিত্য', পৃ ১১৩

পূর্বেই আলোচিত হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দে শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে কোন রকম জটিলতা বা চরিত্রবিশ্লেষণ এনে শান্তিময় ঘটনা স্রোতকে ঘোলা না করার আবেদন করেন। অথচ এ সময় (১৮৯৫) পূর্বধারণা বহুলাংশে বর্জিত ও সংশোধিত হয়েছে। সমাজে জেগে ওঠা, ঘূর্ণ্যমান ও সংঘর্ষশীল নতুন মানুষকে উপন্যাসে সমগ্র-রূপ দিতে গেলে জীবন-ঘটনা-স্রোত, সূক্ষ্মবিচার বিশ্লেষণে যে অশান্ত, অস্থির ও জটিল হয়ে উঠবেই এবং তা অনিবার্য,—এ সত্য এ সময় রবীন্দ্রচেতনার করতলগত। তাঁর বিশ্বাস, ঔপন্যাসিকের জীবন-অঙ্কন-আকাঙ্ক্ষার বৈশিষ্ট্য ও তার অন্তরপ্রকৃতির উপর চরিত্রচিত্রণ পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া নির্ভরশীল। 'যুগান্তর' উপন্যাস সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথের উপর্যুক্ত মনোভাবের সাক্ষ্য পাওয়া যায় :

> ১৮৯৫ : সাহিত্যের চিত্রপটে স্থিতি অপেক্ষা গতি আঁকা শক্ত। যাহা পুরাতন, যাহা স্থির···তাহাকে সত্য এবং সরলভাবে পাঠকের মনে জাজ্বল্যমান করিয়া তোলা অপেক্ষাকৃত সহজ। কিন্তু যাহা নূতন উঠিতেছে, যাহা চেষ্টা করিতেছে, যুদ্ধ করিতেছে পরিবর্তনের মুখে আবর্তিত হইতেছে, যাহা এখনো সর্বাঙ্গীন পরিণতি লাভ করে নাই, তাহাকে যথাযথভাবে প্রতিফলিত করিতে হইলে বিস্তর সূক্ষ্মবিশ্লেষণ অথবা ঘাতপ্রতিঘাত ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়া বিচিত্র নাট্যকলা প্রয়োগ আবশ্যক হয়।[২৫]

রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস ঔপন্যাসিকের পরিপ্রেক্ষণতাত্ত্বিক ধারণা (Perspective sense) উপন্যাস নির্মিতির অবিচ্ছেদ্য উপাদান। এর অভাবে বিষয়বস্তুর সমগ্রতা দান, চরিত্র সৃজন ও ঘটনাবিন্যাস তথা উপন্যাসের গঠনগতঐক্যের পরিমাণসামঞ্জস্য[২৬] বিনষ্ট হয়। ঔপন্যাসিক শিল্পদৃষ্টির নিরাসক্তি ও নৈর্ব্যক্তিকতা উল্লিখিত পরিপ্রেক্ষণতত্ত্বের জনক।

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসচিন্তা তথা সমগ্র সাহিত্যসাধনায় প্রকৃতি-পরিবেশ-আবেষ্টনীর এক অন্তর্গূঢ় ও স্বতন্ত্র প্রবর্তনা ছিল। রবীন্দ্রচেতনায় প্রকৃতিজগৎ কেবল জড়জগৎ হিসেবে নিঃশেষিত নয়; তা সত্তাময় ও ব্যক্তিত্বঅর্জিত। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস মানুষ কেবল প্রকৃতি-পরিবেশ বহির্ভূত হ্রাসবৃদ্ধিমরণশীল নিরাবলম্ব নয়। মানবজগৎ প্রকৃতি-পরিবেশের সংঘাতে, আনুকূল্যে, অনুরাগ-বিরাগ ও ঔদাস্যে চলিষ্ণু, নিয়তবর্ধমান। প্রকৃতপক্ষে, রবীন্দ্রনাথের চেতনাগ্রাহ্য মানবজীবন বহিঃপ্রকৃতিতে একীভূত,[২৭] এবং তা বিপুলায়তন রহস্যময়ী প্রকৃতি-পরিবেশের একান্তবর্তী। একারণেই তিনি 'ফুলজানি' উপন্যাসের প্রকৃতি-পরিবেশ জড়িত অধ্যায়গুলিতে 'সন্তুষ্ট'[২৮] হন। এবং ঐ সন্তুষ্ট মনোভাবের মধ্যদিয়েই উপন্যাসশিল্পে প্রকৃতি-পরিবেশ-আবেষ্টনীর অনিবার্য ভূমিকা সংক্রান্ত রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছাটিও প্রতিফলিত হয়। রবীন্দ্রচিন্তায় প্রকৃতিবর্ণনা কখনো বস্তুজগতের 'রেখাবর্ণময় চিত্রের মত অবিকল প্রতিরূপ' নয়, বরং তা রচয়িতার মর্মগত ও চেতনাশ্রয়ী। এ কারণেই সাহিত্যের প্রকৃতিবর্ণনা (১৮৯২) : 'অলক্ষিতভাবে আমাদের মনের উপর কার্য করে—কখনো বেশী সুখ দেয়;

---

২৫ ঐ, পৃ ১১৩

২৬ ···রচনার বিষয় হইতে রচয়িতার নিজেকে বিশ্লিষ্ট করিয়া লইতে হয়। অত্যন্ত কাছে থাকিলে মণ্ডলীর কেন্দ্রের মধ্যে বাস করিলে, সমগ্রের তুলনায় তাহার অংশগুলি, ব্যক্তির তুলনায় তাহার মতগুলি, কার্যপ্রবাহের তুলনায় তাহার উদ্দেশ্যগুলি যে রূপ বেশি করিয়া চোখে পড়ে —তাহাতে রচনা সত্যবৎ হয় না, তাহার পরিমাণসামঞ্জস্য নষ্ট হইয়া যায়···। ঐ, পৃ ১১৩

২৭ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সঙ্গে মানব হৃদয়ের একটা নিত্য মিশ্রণ আছে। মানবপ্রকাশ, 'সাহিত্য' পৃ ২২৭

২৮ ফুলজানি, 'আধুনিক সাহিত্য', পৃ ১০৪-১০৬

কখনো মনের মধ্যে একটা বৃহৎ বৈরাগ্যের আভাস আনে, কখনো বা অনুরাগের প্রগাঢ় আনন্দ উদ্রেক করে। সন্ধ্যার বর্ণনায় কেবল যে সূর্যাস্তের আভা পড়ে তা নয়, তার সঙ্গে লেখকের মানবহৃদয়ের আভা কখনো ম্লান শ্রান্তির ভাবে কখনো গভীর শান্তির ভাবে স্পষ্টতঃ অথবা অস্পষ্টতঃ মিশ্রিত থাকে এবং সেই আমাদের হৃদয়কে অনুরূপভাবে রঙিন করে তোলে।[২৯]

৩

দেশীয়-আন্তর্দেশীয় জীবন ও সমাজঅভিজ্ঞতার বিপুল ঐশ্বর্য-পরিপুক্ত রবীন্দ্রনাথ বিংশ-শতাব্দীর প্রথম থেকেই হয়ে উঠেছেন জ্ঞানময়, আবেগ ও কার্যে ঐক্যবদ্ধ, মন ও মননে ধৈর্যগম্ভীর, অনুভবে অন্তর্মনস্ক, সৃষ্টিকর্মে নিরীক্ষাধর্মী ও অনেকান্ত। পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে, উপন্যাসভাবনায় রবীন্দ্রনাথ স্বল্পভাষী, বিংশশতাব্দীতেও তা অপরিবর্তনীয়। তবে এ-কালে উপন্যাস বিষয়ে তার মন্তব্য আরো অল্প, কিন্তু তা পূর্বাপেক্ষা দৃঢ়রেখা-সম্পন্ন, বলবান ও মননশক্তিতে ঐকান্তিক।

উপন্যাস তথা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ মূলতঃ মানবজীবনাগ্রহী। বহির্জগতের অভিঘাত-সৃষ্ট মানবচিত্তের সংঘর্ষপরায়ণ অস্তিত্বের শিল্পিত শব্দরূপ সৃষ্টি রবীন্দ্রনাথের মৌল তপস্যা। ব্যক্তির অন্তর-প্রকৃতি ও আত্মবোধে অব্যবহিতভাবে গোচরীভূত মানবজীবন ও জগৎজীবন-ই বাস্তব তথা সত্য[৩০] —রবীন্দ্রনাথের এ মনোভাব বিংশ শতাব্দীর সাহিত্যভাবনায় আরো দৃঢ়মূল। 'গোরা' উপন্যাসের বাস্তবতা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ বিবেচনা সূত্রে রবীন্দ্রনাথ বলেন : ১৯১৫ : '[সাহিত্যিক] যদি একটি বেদনাময় চৈতন্য লইয়া জন্মিয়া থাকেন, যদি তিনি নিজের প্রকৃতি দিয়াই বিশ্বপ্রকৃতি ও মানবপ্রকৃতির সহিত আত্মীয়তা করিয়া থাকেন, যদি শিক্ষা অভ্যাস প্রথা শাস্ত্র প্রভৃতি জড় আবরণের ভিতর দিয়া কেবলমাত্র দশের নিয়মে তিনি বিশ্বের সঙ্গে ব্যবহার না করেন, তবে তিনি নিখিলের সংস্রবে যাহা অনুভব করিবেন তাহার একান্ত বাস্তবতা সম্বন্ধে তাঁহার মনে কোনো সন্দেহ থাকিবে না।'[৩১] তিনি অন্যত্র আরও বলেন :

ক. ১৯২৭ : ইংরেজিতে যাকে real বলে, বাংলায় তাকে বলি যথার্থ, অথবা সার্থক। সাধারণ সত্য হল এক, আর সার্থক হল আর। ...যথার্থ সত্য যে বস্তুতই বিরল তা নয়, কিন্তু আমার মন যার মধ্যে অর্থ পায় না আমার পক্ষে তা অযথার্থ। কবির চিত্রে, রূপকারের চিত্তে এই যথার্থ-বোধের সীমানা বৃহৎ বলে সত্যের সার্থক রূপ তিনি অনেক ব্যাপক করে দেখাতে পারেন। যে জিনিসের মধ্যে আমরা সম্পূর্ণকে দেখি সেই জিনিসই সার্থক।[৩২]

খ. ১৯৩৫ : ...বাস্তবতার মানে এমন নয় যা সদাসর্বদা হয়ে থাকে, যা যুক্তিসঙ্গত। যে-কোনো রূপ নিয়ে যা স্পষ্ট করে চেতনাকে স্পর্শ করে তাই বাস্তব।[৩৩]

---

২৯ সাহিত্যের প্রাণ, 'সাহিত্য', পৃ ২১২

৩০ If we choose to define realism not as a method but as an attitude as the depiction of reality in art-we shall find that almost all art (with the exception of abstract art, tachism, etc) is realist art. *The necessity of Art*, P. 106

৩১ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'বাস্তব', 'সাহিত্যের পথে', (পুনর্মুদ্রণ ; কলিকাতা : বিশ্বভারতী ১৯৬৮), পৃ ২৪

৩২ সাহিত্যধর্ম, 'সাহিত্যের পথে', পৃ ৭৬-৭৭

৩৩ সাহিত্যতত্ত্ব, 'সাহিত্যের পথে', পৃ ১৩৯

জগৎ-ঘটনা-অন্তর্দেশী মানবজীবনের সমগ্রতার সন্ধান জীবনাগ্রহী ঔপন্যাসিকের অন্যতম দায়িত্ব। এ ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতাসঞ্জাত উদ্ভাবনাশক্তিসম্পন্ন মননশীল প্রতিভা অধিকতর স্বাচ্ছন্দ্যচারী। রবীন্দ্রনাথের সমগ্রতাবোধ ও সামঞ্জস্যতত্ত্ব তাঁর চরিত্রনির্মাণচিন্তায় তথা উপন্যাসভাবনায় নতুন মাত্রা সংযোজন করেছে। এ পর্যায়ে, চরিত্র ও চরিত্রসৃজন সম্বন্ধে রবীন্দ্রভাবনা নিম্নরূপ :

ক. ১৯০৭ : '''ভাষার মধ্যদিয়া যে ছবি আমাদের কাছে আসে সে সমস্ত খুঁটি-নাটি লইয়া আসে না। সে কেবল ততটুকুই আসে যতটুকুতে সে একটি বিশেষ সমগ্রতা লাভ করে। এইজন্য তাহাকে একটি অখণ্ড-রসের সঙ্গে দেখিতে পাই, কোনো অনাবশ্যক বাহুল্য সেই রস ভঙ্গ করে না। '''কবিকঙ্কন-চণ্ডীতে ভাঁড়ুদত্ত তাহার সমস্ত বাহুল্য বর্জন করিয়া কেবল একটি সমগ্র রসের মূর্তিতে আমাদের কাছে প্রকাশ পাইয়াছে। ভাঁড়ুদত্ত যেমন, চরিত্র মাত্রই সেইরূপ। ৩৪

খ. ১৯২৫ : ইংরেজি ভাষায় ক্যারেক্টার শব্দের একটা অর্থ স্বভাব, নৈতিক চরিত্র, আর একটা অর্থ চরিত্ররূপ। অর্থাৎ, এমন কতকগুলি গুণের এমন সমাবেশ যাতে এই সমাবেশটি বিশেষভাবে লক্ষ্যগোচর হয়। এই রকম বিশেষ গোচরতাই আর্টের ধর্ম। '''আর্টে আমরা গুণবান-কে চাইনে, রূপবানকে চাই। এখানে রূপবান বলতে সুন্দরকে বলছি নে। রূপের স্পষ্টতায় যে সুপ্রত্যক্ষ সেই রূপবান। শ্রীমন্ত সদাগরের চেয়ে রূপবান ভাঁড়ুদত্ত। বিষবৃক্ষে অনেক নামজাদা নায়ক-নায়িকা আছেন, অনেক সাধু লেখক তাদের চরিত্র বিচার করেছেন, তার উপরে আমি আর কিছু বলতে চাইনে, কেবল এইটুকু বলে রাখি—বিষবৃক্ষে হীরা রূপবান। হীরা আমাদের ঘুমোতে দেয় না, সে সুন্দর বলে নয়, গুণবান বলে নয়, রূপবান বলে, সাধারণ অস্পষ্টতার মাঝখানে সে বিশেষ বলে, সুপ্রত্যক্ষ বলে। ৩৫

গ. ১৯২৯ : '''আমি পাণ্ডিত্যের নিশ্চিত প্রমাণ চাইনে, আমি চন্দ্রশেখরের সমগ্র ব্যক্তিরূপটি স্পষ্ট করে দেখতে চাই। সেই রূপটি প্রকাশ পেয়ে ওঠে ভাষায় ভঙ্গীতে আভাসে, ঘটনাবলীর নিপুণ নির্বাচনে, বলা এবং না-বলার অপরূপ ছন্দে। সেইখানে চন্দ্রশেখর-চরিত্রের বিষয়গত উপাদান নিয়ে রূপস্রষ্টার ইন্দ্রজাল আপন সৃষ্টির কাজ করে। ৩৬

শিল্প সৃষ্টিতে স্রষ্টার সংযম, পরিমিতি ও অপক্ষপাতমূলক মানসিক-শৃঙ্খলা বিশেষ জরুরী। শিল্পপ্রক্রিয়ার উক্ত অন্তর্সত্যে রাবীন্দ্রিক-আস্থা এ-পর্যায়ে আরো গভীর, আরো অন্তরঙ্গ। শিল্পে উপকরণপুঞ্জের কোন অংশের প্রতি অবাঞ্ছিত গুরুত্ব আরোপ করা, কিংবা পক্ষ-পাতী হওয়া অথবা কোন একটিকে অনর্থক উজ্জ্বল করা—প্রতিভার আন্তরদৈন্যের লক্ষণ।

---

৩৪ সৌন্দর্য ও সাহিত্য, 'সাহিত্য', পৃ ৮৭-৮৮

৩৫ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'পশ্চিম-যাত্রীর ডায়ারি,' (রবীন্দ্র-শতবর্ষ-পূর্তি উপলক্ষে স্বতন্ত্র গ্রন্থরূপে প্রকাশ; কলিকাতা : বিশ্বভারতী ১৩৬৮), পৃ ১০৫-১০৬

৩৬ সাহিত্যরূপ, 'সাহিত্যের পথে', পৃ ২১৮

মাত্রাজ্ঞান-সজাগ রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য (১৯১২) : 'আর্ট-জিনিসটাতে সংযমের প্রয়োজন সকলের চেয়ে বেশী। কারণ, সংযমই অন্তরলোকে প্রবেশের সিংহদ্বার। ...প্রবল আঘাতের দ্বারা হৃদয়কে মাদকতার দোলা দেওয়া আর্টের সত্য ব্যবসায় নহে। সংযমের দ্বারা তাহা আমাদিগকে অন্তরের গভীরতার মধ্যে লইয়া যাইবে, এই তাহার সত্য লক্ষ্য।' ৩৭ আর (১৯২৪) : 'সেই জন্যে সকল কলাসৃষ্টিতেই সরলতার সংযম একটা প্রধান বস্তু। কোনো জিনিসের অংশগুলিই যখন সমগ্রের তুলনায় বড়ো হয়ে ওঠে তখনই তাকে বলে অসংযম।' ৩৮ ঔপন্যাসিক তথা শিল্পীর একান্তমনোভাব, ভালোলাগা মন্দলাগা-জড়িত ইচ্ছা, নীতি মতাদর্শ ইত্যাদির প্রাবল্য তাঁকে প্রলোভন দেখিয়ে বিপথগামী করে। (১৯২৪) : 'এই প্রলোভন আর্টিষ্টের তপোভঙ্গের কারণ।' এবং আর্টের বিশিষ্ট সম্পদ হল 'প্রলোভন নিরপেক্ষ উৎকর্ষ।' ৩৯

চলমান ঘূর্ণ্যমান ও নিয়তবিধিষ্ণু জীবনের শিল্পরূপনির্মাণ প্রত্যাশী সাহিত্যিক যুগধর্মের বিচিত্র স্তরে শিকড় প্রসারিত করে তার সৃষ্টিশক্তি আহরণ করেন। উপন্যাস সৃষ্টিতে যুগধর্মের পরমসূক্ষ্ম ভূমিকা সম্পর্কে রবীন্দ্রমনন যেমন ছিল প্রজ্ঞাবান, তেমনি ছিল পরিমার্জিত। 'ঘরে-বাইরে' সম্বন্ধে একখানি চিঠির উত্তরে (১৯১৯) : রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য অনুধাবনযোগ্য। '...যে কালে লেখক জন্মগ্রহণ করেছে সেই কালটি লেখকের ভিতর দিয়ে আপন উদ্দেশ্য ফুটিয়ে তুলেছে। একথা বলা চলে যে, লেখকের কাল লেখকের চিত্তের মধ্যে গোচরে ও আগোচরে কাজ করছে। আমি বলছি এ কাজও শিল্পকাজ।' ৪০ একই রচনায় রবীন্দ্রনাথ শেক্সপীয়রের 'ওথেলো' থেকে সাক্ষ্য উপস্থিত করে উপন্যাসে যুগধর্মের রূপায়ণ সম্পর্কে সতর্ক মন্তব্য করেন, [ওথেলো] নাটকে কবির ভালোলাগা, মন্দলাগা, এমনকি, কবির দেশ-কালও প্রকাশ পায়, কিন্তু সেটা তত্ত্ব বা উপদেশ-রূপে নয়, শিল্পরূপেই।' রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করেন ১৯৩০ : 'বিশেষ যুগের ইচ্ছা, বিশেষ সমাজের ইচ্ছা, সেই যুগের সেই সমাজের আত্মরূপ সৃষ্টির বীজশক্তি।' ৪১ রবীন্দ্রধারণায় সামঞ্জস্যহীন প্রবল যুগধর্ম উপন্যাসশিল্পে বিপজ্জনক এবং তা অনভিপ্রেত। ঔপন্যাসিকের স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে তাঁর দেশ-কালের একটা প্রাণগত সম্মিলন বাঞ্ছনীয়। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সুসমন্বিত আর এক যে কাল—রবীন্দ্রপ্রতিভা সাহিত্যে সেই চিরকালের সন্ধানী।

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসশিল্পভাবনায়—অন্তর্প্রেরণার বহির্দেশের বস্তু অর্থাৎ জগতের সামগ্রিকতা ও মানবজগতের বিস্ময় অন্তরপ্রদেশ শৈল্পিক ঐকান্তিকতার সমন্বিত। পূর্বে আলোচিত তত্ত্ব ও তথ্য অনুযায়ী রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস-চিন্তার বৈশিষ্ট্যসমূহ সূত্রাকারে নির্দেশ করা যেতে পারে :

১. উপন্যাস হলো অস্তিত্বকামী ঘাত-প্রতিঘাতময় মোট মানুষের জীবন কথা।

২. উপন্যাস মানবজীবন ও সমাজজীবনের অবিকল প্রতিরূপ নয়। ঔপন্যাসিকের অন্তর প্রকৃতি ও আত্মবোধের সমগ্রতায় অব্যবহিতভাবে গোচরীভূত জগৎজীবন ও মানবজীবনের পরমার্থই উপন্যাস শিল্পের বিষয়বস্তু।

---

৩৭ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অন্তর বাহির, 'পথের সঞ্চয়', (পুনর্মুদ্রণ : কলিকাতা : বিশ্বভারতী ১৩৬৩), পৃ ৭৫-৭৬

৩৮ সৃষ্টি, 'সাহিত্যের পথে,' পৃ ৬৬

৩৯ 'পশ্চিম যাত্রীর ডায়ারি,' পৃ ১০৭-০৮

৪০ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গ্রন্থপরিচয়, 'ঘরে-বাইরে', (পুনর্মুদ্রণ ; কলিকাতা : বিশ্বভারতী ১৯৬৯), পৃ ২৭৬

৪১ পঞ্চাশোর্ধ্বম, 'সাহিত্যের পথে', পৃ ২৪৭

৩. উপন্যাস দার্শনিক তাত্ত্বিক কিংবা নৈতিক সন্দর্ভ নয়; উপন্যাস হলো জীবনার্থের শৈল্পিক প্রতিমান।

৪. জীবনদর্শন-চরিত্র-ভাষা প্রভৃতি উপকরণের পরিমাণসামঞ্জস্য উপন্যাসশিল্পের আবশ্যিক শর্ত।

৫. ঘটনা ও তার বিকাশ, চরিত্র ও তার পরিণতি ইত্যাদির কার্যকরণ শৃঙ্খলা উপন্যাসে অনিবার্যভাবে অভিপ্রেত।

৬. যুগধর্ম উপন্যাসশিল্পের বীজশক্তি। উপন্যাসে যুগ স্বাতন্ত্র্যের উপস্থিতি ঘটে তত্ত্ব বা উপদেশরূপে নয়, শিল্পপ্রকাশ হিসেবে। উপন্যাস সৃজনে যুগধর্ম ঔপন্যাসিকের উদ্ভাবনা ক্ষমতায় যে কাজ করে, সে কাজ শিল্পকাজ।

৭. উপন্যাসে নীতিশাস্ত্রপ্রশংসিত চরিত্র বাঞ্ছিত নয়। অন্তরবৈশিষ্ট্য চালিত, স্বপ্রকাশিত ও স্বপ্রত্যক্ষ চরিত্রই উপন্যাসে রূপবান চরিত্র। তত্ত্বভারাক্রান্ত নীতিবান নির্জীব চরিত্র শ্রদ্ধাভাজন হতে পারে, কিন্তু তা উপন্যাসে দূষণীয়।

৮. অশান্ত অস্থির জটিল ও সংঘাতময় ঘটনাস্রোতঅন্তর্দেশী দ্বান্দ্বিক মানবচরিত্রের সমগ্রতা প্রকাশের জন্য উপন্যাসে বিস্তর সূত্রে বিচার বিশ্লেষণ অপরিহার্য। বস্তুতঃ ঘটনা পরম্পরার বিবরণ দেয়া নয় মানব চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক লুতাতন্তুজালের উন্মোচনই উপন্যাসের শিল্প ধর্ম।

৯. উপন্যাসের মানবজীবন বহির্জগৎ বিশ্লিষ্ট ও বাহ্য প্রকৃতিবিচ্যুত নিরাবলম্ব কিছু নয়। উপন্যাসের চরিত্র হবে বিপুলায়তন রহস্যময় প্রকৃতি ও জাগতিক পরিবেশের একান্তবর্তী।

১০. উপন্যাসশিল্পে ঔপন্যাসিকের সংযম পরিমিতি ও অপক্ষপাতমূলক মানসিক শৃঙ্খলা বিশেষ জরুরী। উপাদানগত কিংবা চরিত্রাশ্রয়ী অথবা তত্ত্বকেন্দ্রিক—যে কোন প্রলোভন উপন্যাসের সাংগঠনিকসুসঙ্গতির পক্ষে বিপজ্জনক। উপন্যাস তথা যে কোন শিল্পের বিশিষ্ট সম্পদ হল প্রলোভননিরপেক্ষ উৎকর্ষ।

১১. ঔপন্যাসিকের শিল্পদৃষ্টির অন্তর্দ্বন্দ্ব ও আত্মবিরোধ উপন্যাসশিল্পের আঙ্গিকসামঞ্জস্য, চরিত্রাঙ্গণ সাফল্য ও ভাবঐক্যের পক্ষে ক্ষতিকর। উপন্যাসে স্রষ্টার প্রতিভাশক্তির ঐকান্তিকতা ও সমগ্রতা বাঞ্ছণীয়।

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসশিল্প অভিমতের তত্ত্বরূপ উল্লিখিত হল। মননশীল ও সত্যনিষ্ঠ প্রতিভার সচেতন শিল্পচিন্তা ও তর্কসূত্র জাগতিক মূল্যজ্ঞানে শুধু অভিপ্রেত নয়, আবশ্যকও বটে। তবে এ তথ্য স্বতঃপ্রমাণিত যে, উদ্ভাবনাসম্পন্ন ও সৃষ্টিক্ষমপ্রজ্ঞাবান প্রতিভার রূপকর্মই হলো তার শিল্পচিন্তার চিরন্তন রসাভিব্যক্তি।